সর্বাত্মক কর্মবিরতির ঘোষণা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের

শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয় নিশ্চুপ ।। সেশনজটের শঙ্কা

এম এইচ রবিন
০১ জুলাই ২০২৪, ১২:০০ এএম

সর্বজনীন পেনশনের ‘প্রত্যয় স্কিম’ বাতিলে সরকারের পক্ষ থেকে সাড়া না পেয়ে আজ সোমবার থেকে সর্বাত্মক কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ব্যানারে গতকাল রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে এ কর্মসূচির ঘোষণা দেন সংগঠনের মহাসচিব অধ্যাপক নিজামুল হক ভূঁইয়া। এদিকে শিক্ষকদের কর্মবিরতির ঘোষণায় ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধের কারণে সেশনজটের আশঙ্কা করছেন শিক্ষার্থীরা।

গত মার্চ মাসে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে আগের চারটি স্কিমের সঙ্গে ‘প্রত্যয় স্কিম’ নামের একটি প্যাকেজ চালু করে অর্থ মন্ত্রণালয়। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন সব ধরনের স্বশাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত, সংবিধিবদ্ধ বা সমজাতীয় সংস্থা এবং তাদের অধীনস্থ অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ২০২৪ সালের ১ জুলাইপরবর্তী সময়ে যোগ দেওয়া কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা। এর পর থেকেই এই স্কিম বাতিলের দাবিতে তিন মাস ধরে নানা কর্মসূচি পালন করে আসছেন শিক্ষকরা। সবশেষ তারা দাবি আদায়ে সরকারকে সময় বেঁধে দেন। ওই সময় পার হওয়ার পরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় ‘নিশ্চুপ’ থাকায় সর্বাত্মক কর্মবিরতির ঘোষণা দেন শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের দাবি, এ স্কিম ‘বৈষম্যমূলক’। এতে ১ জুলাই এবং এর পর নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

ফেডারেশনের মহাসচিব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো. নিজামুল হক ভূঁইয়া আমাদের সময়কে বলেন, আমাদের দাবির ব্যাপারটি শিক্ষামন্ত্রী, উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রীসহ প্রায় সবাইকেই জানাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা কেউ আমাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা

বলেননি। তাই আন্দোলন ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই। আমরা মনে করি, বর্তমান প্রক্রিয়ায় সর্বজনীন পেনশনে যুক্ত হলে শিক্ষকরা বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার হবেন।

এ প্রসঙ্গে গতকাল বিকালে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল গণমাধ্যমকে বলেন, সর্বজনীন পেনশনের আওতায় কারা আসবে, সেটা সরকারের নির্বাহী বিভাগের সিদ্ধান্ত। সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেটার সঙ্গে আছে। শিক্ষকরা দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে জানাচ্ছেন, সরকারই এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এখানে কিছু করার নেই।

শিক্ষকদের সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে মহিবুল হাসান বলেন, শিক্ষকরা আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন। তারা প্রচলিত পদ্ধতি এবং সর্বজনীন পেনশনের প্রত্যয় স্কিমের কাঠামোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। তবে বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বা এখতিয়ারে না থাকায় তাদের সুনির্দিষ্ট কোনো আশ্বাস দেওয়া হয়নি। দেওয়াটা সমীচীনও নয়।

এদিকে শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব বিভিন্ন পাবলিক বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তারা বলছেন, শিক্ষকরা যৌক্তিক আন্দোলন করছেন। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করছে না। তবে ক্লাস-পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে শিক্ষার্থীরা বলেন, নানা অজুহাতে ক্লাস বন্ধ থাকলে আমরা সময়মতো পরীক্ষায় বসতে পারব না। আবার পরীক্ষা না হলে সেশনজট তৈরি হবে।

আজ ১ জুলাই থেকে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল। এ সময়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতির ঘোষণায় তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের যুগ্ম মহাসচিব ড. মো. আবদুর রহিম বলেন, শিক্ষার্থীদের কোনো ক্ষতি হোক, আমরা সেটা চাই না। তবে বেশি দিন টানা ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকলে পরে অতিরিক্ত ক্লাস কিংবা অন্য কোনোভাবে সেটি পুষিয়ে দেওয়ার প্ল্যান রয়েছে। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্লাস-পরীক্ষা থেকে বিরত থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাব।

আমাদের খুলনা প্রতিনিধি জানান, সর্বজনীন পেনশনসংক্রান্ত বৈষম্যমূলক প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহার, সুপার গ্রেডে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও স্বতন্ত্র বেতন স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে আজ সোমবার থেকে সর্বাত্মক কর্মবিরতির কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। গতকাল বিকালে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. এসএম ফিরোজ ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রকিবুল হাসান সিদ্দিকীর যৌথ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ও চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) শিক্ষক সমিতি। সর্বজনীন পেনশন স্কিমসংক্রান্ত বৈষম্যমূলক প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহার ও প্রতিশ্রুত সুপার গ্রেডে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত না করায় এমন কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন তারা। চুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি জিএম সাদিকুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কেন্দ্রীয় ফেডারেশনের কর্মসূচির সঙ্গে চুয়েটের শিক্ষকরা একাত্ম হয়েছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

রাবি প্রতিনিধি জানান, গতকাল বিকালে সর্বজনীন পেনশনের ‘প্রত্যয়’ স্কিম প্রত্যাহারের দাবিতে পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শিক্ষক সমিতি। রাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক হাবিবুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের যেন কোনো সমস্যা না হয়, তার ওপর ভিত্তি করে দাবি জানিয়ে আসছি। আমরা স্বাক্ষর কর্মসূচি ও সংবাদ সম্মেলন করে আমাদের অবস্থান দেশবাসীকে জানিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরকার এখনো এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দ হতাশ, ক্ষুব্ধ এবং বিব্রত। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে অনেক শিক্ষক বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। কারণ একটা শ্রেণিকে অনেক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে।

প্রথম পাতা থেকে আরও পড়ুন